নবম অধ্যায়
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহন, যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত নীতির ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে বেসরকারিকরণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি চালু রয়েছে। তথাপি রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এখনও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সার্বিক লোকসান বিগত বছরসমূহের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে যা দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক। দেশে বিদ্যমান ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বক্স ৯.১: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্রমিক নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৫টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ,ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর ডক পরিচালনা বোর্ড, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর ডক পরিচালনা বোর্ড, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত), বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৪টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৪টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

সারণি-৯.১ এ দেখা যায় যে ২০০২-০৩ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ৩০৫০০ কোটি টাকা যা ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৩৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে । বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৩.২৭ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ১৬.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০০২-০৩ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ৩৬৬৮ কোটি টাকা যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৬৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক ২৩.৩০ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে পরিচালন মুনাফা ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা যা ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ২৭০১ কোটি টাকা লোকসানে পরিণত হয়েছে । মূলতঃ পরিচালন লোকসান বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য সংযোজনের ঋণাত্বক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় ।

সারণি ৯.১ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোগ,উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০২-০৩ হতে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	প্রবৃদ্ধির হার
পরিচালন রাজস্ব	৩০৫০০	৩২৫৪১	৩৬২৭৩	৪৪৩৩৯	১৩.২৭
ক্রীত পণ্য ও সেবা	২৬৮৩২	২৮৭০৩	৩৫৩২২	৪২৬৮৫	১৬.৭২
মূল্যসংযোজন ঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	৩৬৬৮	৩৮৩৯	৯৫১	১৬৫৪	(২৩.৩০)
বেতন ও ভাতাদি	১৭৮১	১৭৮৪	১৬৬৩	২৩৮৬	১০.২৩
অবচয়	১৫৩৩	১৯৬৭	১৭৬১	১৯৬৯	(৮.৬৯)
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	৩৫৪	৮৭	(২৪৭৩)	(২৭০১)	(২২.২৭)

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪৪টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ছিল ২৮৪৮.৫৫ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪২২৮.২ কোটি টাকা। এ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের লোকসান পূর্ববর্তী অর্থ বছরের (২০০৫-০৬) ৯৩৮.০৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫৮.৫৪ কোটি টাকা হয়েছে । ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাক্কলিত মোট লোকসানের অন্যতম কারণ হল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও ডলারের বিনিময় মূল্যের সাথে টাকার অবমূল্যায়ন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সরকার নির্ধারিত মূল্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে তেল বিক্রয় করে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এককভাবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩,১৭৫.১৯ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অপরদিকে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৬-০৭ অর্থবছরের প্রাক্কলনে যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা বৃদ্ধি অথবা লোকসান হ্রাস পাবে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলঃ ঢাকা ওয়াসা (নীট মুনাফা ২৮.৪২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নীট মুনাফা ৬৬.৮২ কোটি টাকা), চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ৩৮.১১ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে নীট মুনাফা ১৪৬.০৮ কোটি টাকা), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ১.৫২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নীট মুনাফা ৪.০৯ কোটি টাকা), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (নীট লোকসান ২.৩৯ কোটি টাকা হতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২.২৬ কোটি টাকা নীট মুনাফা) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, (নীট লোকসান ২.৩৪ কোটি টাকা হতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৯.৬ কোটি টাকা নীট মুনাফা)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণঃ পরিশিষ্ট-৩৫ দ্রষ্টব্য।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ২৪০.৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ ২৭৬.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (২৫০.০০ কোটি টাকা), যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (৬.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, (৫.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (৪.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহন কর্পোরেশন (৩.০০ কোটি টাকা) এবং ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ (৩.০০ কোটি টাকা), ইত্যাদি। রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্হাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণঃ পরিশিষ্ট-৩৬ দ্রষ্টব্য।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১৩টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ৫৬৭.৬৩ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ৬৩৩.৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ৩২৯.০৮ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ছিল ২৭৯.০১ কোটি টাকা। তাছাড়া, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ৩৫.৬৫ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৬৬.৫০ কোটি টাকা সরকারি ভর্তুকি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা হিসেবে ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা করে ভর্তুকি প্রদান করা হয় (সারণি ৯.২)।

সারণি ৯.২ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠানের নাম	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭ (সংশোধিত)
বিসিআইসি	৩.০০	৩.০০	-	-	-	-	-	-
বিএসইসি	০.১০	০.১০	০.১০	-	-	-	-	-
বিজেএমসি	৫৪.১০	৫৯.৮৪	৫৩.৬০	২৬.০৪	৩৩.০৩	২৯.৫৭	১০০.০০	১০০.০০
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৯	০.১০	০.০৯	০.১২	০.১৩
বিএফএফডব্লিউটি	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.৪৪	১৮.১৯	১৮.১৯
বিআইডব্লিউটিএ	১৭.৭৫	২১.৯৫	২২.৫৫	২৩.৪০	২৭.৮৬	৩১.৮৮	৫২.১৯	৫২.৪৫
বিএসসিআইসি	১৬.৬০	১৮.৬৫	১৮.৪৫	১৯.০৪	২১.৫০	২২.৫১	২৬.৫	৩৫.৬৫
আরইবি	১২.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০
বিএইচবি	৪.০৪	৪.১৭	৪.০৫	৪.০৫	৪.৫০	৪.৬১	৭.৯৯	৬.৯৫
বিএসবি	২.৯৩	৪.১৭	৪.৪৭	৪.৬২	৪.৩০	৪.২৬	৩.৯৭	৪.৩১
ইপিবি	-	-	-	৩.০০	৪.০০	১০.০০	১২.০০	১১.০০
বিএডিসি	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৪২.০০	৫৮.৬২	৬৬.৫০
বিডব্লিউডিবি	১৪৩.৩২	১৭১.৮১	১৫৯.৪৯	১৯১.৬৯	২৩০.৮০	২৫১.৮৩	২৭৯.০১	৩২৯.০৮
বিইআরসি	-	-	-	-	-	-	০.৫৪	১.০০
মোট	৩০৫.৬৯	৩৪৩.৫৪	৩২২.৫৬	৩৩১.৬৮	৩৮৫.৮৪	৪২১.৬৯	৫৬৭.৬৩	৬৩৩.৭৬

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সরকারি দায় -দেনা (Debt Service Liabilities)

সম্প্রতি অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ৪৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার মধ্যে ১৯টি সংস্থার নিকট হতে দায় দেনা খাতে মোট পাওনা ও আদায়ের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করেছে। সে মোতাবেক, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্হার নিকট হতে দায়-দেনা (ডি,এস,এল) খাতে মোট পাওনা ৫৭৬১২.৯৩ কোটি টাকা যার মধ্যে আদায়ের পরিমাণ ৬২০.৪৫ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ ১৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল পাওনার পরিমাণ ৬৭০৬৫.২৩ কোটি টাকা। উক্ত ডিএসএল পাওনা হতে জুন/০৬ পর্যন্ত মোট ৫০০.৯২ কোটি টাকা আদায় করা হয়। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাবের জন্য পরিশিষ্ট-৩৭ দ্রষ্টব্য।

ব্যাংক ঋণ

৪৪টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত মোট ১৯,৯৯৯.৩২ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৯৫১.৩১ কোটি টাকা (৪.৭৬ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হ'লঃ বিপিসি (১২,৩২৯.০১ কোটি টাকা), বিজেএমসি (২,৩৪৯.৩৭ কোটি টাকা), বিপিডিবি (১,৮০৯.৪৬ কোটি টাকা), বিসিআইসি (১,০১৫.৯৩ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (৬৯১.৬৭ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৬৬৮.০৭ কোটি টাকা), বিএডিসি (৪৩৭.৮৬ কোটি টাকা), বিএসইসি (২১৭.৪৯ কোটি টাকা) ও বিটিএমসি (২৮৭.৮৭ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিজেএমসি (৪১১.৫৭ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২৫২.৩২ কোটি টাকা), বিসিআইসি (১১২.০৭ কোটি টাকা), বিএডিসি (৫৪.২২ কোটি টাকা) ও বিএসএফআইসি (৪৬.৮৮ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্হাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণঃ পরিশিষ্ট-৩৮ দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এ সকল কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপরে মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

সারণি-৯.৩ঃ এ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA), পরিচালন আয়ের উপর নীট মুনাফার হার (Margin on Operating Revenue), ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (Return on Equity) ও সম্পদের টার্নওভার (Asset turnover)

সারণি-৯.৩ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা (২০০২-০৩ হতে ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-০৬	প্রবৃদ্ধির হার ২০০২-০৩ হতে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত
১। পরিচালন রাজস্ব	৩০৫০০	৩২৫৪১	৩৬২৭৩	৪৪৩৩৯	১৩.২৭
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	৩৫৪	৮৭	(২৪৭৩)	(২৭০১)	(২২.২৭)
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	১১৫৩	৬৭৫	৫৮৬	৬০৩	(১৯.৪১)
৪। কর্মচারী অংশীদারী তহবিল	৩২	৩৯	৯	১৩	(২৫.৯২)
৫। ভর্তুকী (প্রত্যক্ষ)	৮	৮	৯	৯	৪.০০
৬। সুদ	১১৫১	৯৬৬	৯০৩	১১৬০	০.২৬
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান (২+৩+৫)-(৪+৬)	৩৩২	(২৩৫)	(২৭৯০)	(৩২৬২)	(২১.৯৩)
৮। কর	২৫৫	৩৪৩	১৩৪	১৭৫	(১১.৭৮)
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	৭৭	(৫৭৮)	(২৯২৫)	(৩৪৩৭)	(২০.৯০)
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	১৮৮	২২৪	৫৫	২৮৫	১৪.৮৬
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	(১১১)	(৮০২)	(২৯৮০)	(৩৭২২)	২২২.০৯
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	১১৩০৬৮	১২৯৪৪৭	১২৪৩৪৯	১৩৮৭৩০	৭.০৫
১৩। ইক্যুইটি	৩৩৪০১	৫০৮১১	৩৬৪১২	৪০৭২৬	৬.৮৩
১৪। মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (২÷১২)	০.৩১	০.০৭	(১.৯৯)	(১.৯৫)	(২২.৬১)
১৫। পরিচালন রাজস্বের উপর নীট মুনাফার হার (৯÷১)	০.২৫	(১.৭৮)	(৮.০৬)	(৭.৭৫)	(২১.০৩)
১৬। ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	০.৫৬	০.৪৪	০.১৫	০.৭০	৭.৫২
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.২৭	০.২৫	০.২৯	০.৩২	৫.৮১

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্র-৯.১ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার ও মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান

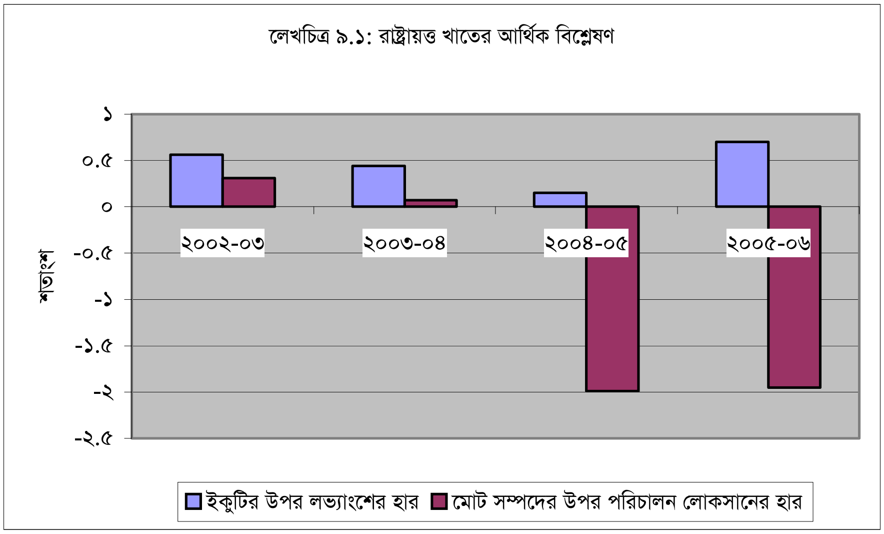

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০০২-০৩ সালে ০.৩১ কোটি টাকা হলেও ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে তা ঋণাত্মক পর্যায়ে (১.৯৯ শতাংশ) পৌঁছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে এ লোকসানের হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১.৯৫ শতাংশে উপনীত হয়। পরিচালন রাজস্বের ওপর শুধুমাত্র ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ০.২৫ শতাংশ মুনাফা অর্জিত হয়। কিন্তু ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার হ্রাস পায়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ লোকসানের হার ছিল ১.৭৮ শতাংশ, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে এ লোকসান বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭৫ শতাংশে পৌঁছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০০২-০৩ অর্থবছরে ছিল ০.৫৬ শতাংশ যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা পূর্বের অর্থ বছর হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।